সংবাদ

6 3 2013
৭ ৮

প্রশ্ন ফাঁস ——

# ১৭ জেলায় প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ১৭ জেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে।

এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এসএম আশরাফুল ইসলাম গতকাল সাংবাদিকদের জানান, এসব জেলায় নতুন করে পরীক্ষা নেয়া হবে। তিনি বলেন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার সাত সেট প্রশ্নের মধ্যে 'যমুনা' ও 'মেঘনা' সেট ফাঁস হয়েছে বলে তদন্তে প্রমাণ মিলেছে।

১৫ দিনের মধ্যে এসব জেলায় নতুন করে পরীক্ষা নেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে বলে সাংবাদিকদের জানান প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব সন্তোষ কুমার অধিকারী।

ঢাকা, বাতিল : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৩

## বাতিল : শিক্ষক নিয়োগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রাজশাহী, শেরপুর, ময়মনসিংহ, কক্সবাজার, নেত্রকোনা, লালমনিরহাট ও নারায়ণগঞ্জে যমুনা সেটে পরীক্ষা হয়েছিল। মেঘনা সেটে পরীক্ষা হয় সাতক্ষীরা, পাবনা, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, রাজবাড়ী, খুলনা, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জে। এসব জেলায় পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে।

প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ তদন্ত করতে গত ১২ নভেম্বর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সাবেক মহাপরিচালক মো. আলমগীরকে আহ্বায়ক করে চার সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। ওই কমিটির তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই ১৭ জেলায় পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে।

এসএম আশরাফুল ইসলাম বলেন, তদন্ত কমিটি প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে পারেনি। তবে কিছু মোটিভ উদ্ধার করেছে, আইনশৃঙ্খলা সংস্থার মাধ্যমে এর তদন্ত করতে হবে। যাদের সন্দেহ করা হচ্ছে কীভাবে তাদের শনাক্ত করা যায় তা নিয়ে পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করা হবে বলেও তিনি জানান।

সন্তোষ কুমার অধিকারী জানান, তদন্তে কয়েকটি টেলিফোন ও মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা ট্র্যাক করতে হবে। অধিকতর তদন্তের জন্য বিষয়টি গোয়েন্দা পুলিশ ও র‌্যাবের হাতে দেয়া হবে। বিজি প্রেস এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের লোকজনও প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে বলে তদন্ত কমিটি সন্দেহ প্রকাশ করেছে।

প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীতে প্রায় সাত হাজার সহকারী শিক্ষক নিয়োগে গত ২ জুলাই বিজ্ঞপ্তি দেয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর। এরপর গত ৮ নভেম্বর সহকারী শিক্ষক নিয়োগে এক হাজার ৩৬২টি কেন্দ্রে লিখিত পরীক্ষা হয়। এতে নয় লাখ ৬৮ হাজার ১২৭ জন অংশ নেন। পরীক্ষার আগের রাতে দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ উঠলে পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেফতারও করে। বেশ কয়েকটি সেটের প্রশ্নে ওই পরীক্ষা নেয়া হয়।

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (পিইডিপি-৩) আওতায় এ পরীক্ষার মাধ্যমে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান বাদে দেশের অন্য সব জেলা থেকে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে।